কর্মজীবী নারী
KARMOJIBI NARI

তারিখ: ০১ মে, ২০২০
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মহান মে দিবস-২০২০ ও কর্মজীবী নারী'র ২৯তম প্রতিষ্ঠবার্ষিকীর ডাক

করোনাকালীন সময়ে শ্রমিক ছাঁটাই ও লে-অফ বন্ধসহ সকল ক্ষেত্রের শ্রমিকের জন্য কাজ, ন্যায্যমজুরি, ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং রেশনিং ব্যবস্থা নিশ্চিত কর

২০২০ সাল, সারা পৃথিবীর মানুষ করোনা যুদ্ধে রয়েছে। সমস্ত দেশে দেশে মৃত্যু আর মৃত্যু। স্তব্ধ হয়ে আছে গোটা পৃথিবী। এই পরিস্থিতি নিয়ে 'কর্মজীবী নারী' সংগঠন মহান মে দিবস ও তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে। কর্মজীবী নারী'র জন্ম হয়েছে অর্থনীতির বুনিয়াদ নারীশ্রমিকদের অধিকার রক্ষার সংকল্প নিয়ে। মহান মে দিবস ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কর্মজীবী নারী'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি **শিরীন আখতার এমপি**, সভাপতি **ড. প্রতিমা পাল মজুমদার** ও সাধারণ সম্পাদিকা **শারমিন কবীর** তাদের বিবৃতি দিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি **শিরীন আখতার, এমপি** তাঁর বিবৃতিতে বলেন, আমরা একটা সংকটের মধ্য দিযে চলছি। করোনার মহামারী আমাদের জীবনযাত্রাকে স্তব্দ করে দিয়েছে। তাই এই মূহূর্তে মহান মে দিবসের অভিনন্দন জানানোর চাইতে সবচেয়ে বেমি প্রয়োজন সবার একাত্মতা। সেই একাত্মতার জন্য আজকের এই শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। পৃথিবী যখন এগিয়ে চলছে তখন করোনার থাবা আমাদের কার্যক্রম স্তব্দ করে দিয়েছে। কলকারখানা ছুটি, খেটে খাওয়া শ্রমজীবীরা কর্মহীন, কৃষক মাঠে অসহায় হয়ে আছে। শ্রমজীবী মানুষ যখন গুটিয়ে গেছে তখন পৃথিবীর সমস্ত উৎপাদন, এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস ও সমস্ত ধরণের উন্নয়নও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মূল্য দিতে হচ্ছে শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষদের। বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে নারীশ্রমিকেরা এবং নারীরা সবচেয়ে বেশি অসহায় হয়ে পড়েছে। তাই রাষ্ট্র থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের পাশে দাঁড়ানো অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমজীবী-কর্মজীবীদের জীবন-জীবিকা রক্ষার্থে তাদের তালিকা করা সহ খাবার সংস্থান, কর্মের ও মজুরির নিশ্চয়তা দিতে হবে। শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষ যেন অসহায় ও বিপন্ন বোধ না করে তার জন্য কর্মপরিবল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আসুন সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহান মে দিবসের প্রত্যয় নিয়ে শ্রমজীবীদের পাশে দাঁড়াই।

সভাপতি **ড. প্রতিমা পাল মজুমদার** বলেন, আজ কর্মজীবী নারী'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী একই সাথে মহান মে দিবসও। দিনটি শ্রমজীবী মানুষদের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। করোনার মহামারী আমাদের সবাইকে গৃহবন্দী করেছে। এর ভয়াবহতার প্রভাব অর্থনীতির উপর পড়েছে যার চরম মূল্য দিতে হচ্ছে শ্রমজীবীদের। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত ৯০ শতাংশ শ্রমিক, তারা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। করোনা আমাদের মানবতা শিখিয়েছে। আর সেই মানবতা দিয়ে শ্রমিক-মালিক তাদের কল্যাণে একে অপরের পাশে থাকবে এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শারীরিক দূরত্ব আমাদের মধ্যে দুরত্ব তৈরি করলেও মানসিকভাবে আমরা একে অপরের কাছাকাছি বলে মনে করেন সাধারণ সম্পাদিকা শারমিন কবীর। তিনি বলেন,করোনার এই ভয়াবহতা আমাদের শিখিয়েছে আমরা সবাই সমান। আমাদেরকে ধৈর্য্য ও ভালবাসা দিয়ে সবার পাশে থাকতে হবে।

মহান মে দিবস ২০২০ এবং কর্মজীবী নারী'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে করোনাকালীন শ্রমজীবী-খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষদের জন্য কর্মজীবী নারী'র দাবি:

১. **করোনাকালীন সময়ে সকল শ্রমিকের কাজ, মজুরি, ক্ষতিপূরণসহ ঘরে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।**
২. **সাধারণ ছুটির সময়ে শ্রমিক ছাঁটাই, কল-কারখানা বন্ধ করা চলবে না।**
৩. **করোনাকালীন সময়ে সকল শ্রমিকের জন্য পর্যাপ্ত রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।**
৪. **অতি জরুরি কাজে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের জন্য কার্যকর পিপিই এর ব্যবস্থা করতে হবে।**
৫. **করোনাকালীন সকল শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।**
৬. **করোনা আক্রান্ত শ্রমিকদের মৃত্যুতে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।**
৭. **ফিরে আসা প্রবাসী শ্রমিক এবং বিদেশ গমন প্রত্যাশীদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে হবে।**
৮. **শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।**

বার্তা প্রেরক
হাছিনা আক্তার, সমন্বয়ক (এইচ আর এন্ড এডমিন), কর্মজীবী নারী
যোগাযোগ: ০১৭২৬২৯১৬৬৪; রাজীব আহমেদ, সমন্বয়ক, কর্মজীবী নারী